অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ ভাগ { ৯ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ২১ এপ্রেল ১৮৭০ খৃ অব্দ } ১০ সংখ্যা

অমৃত বাজারপত্রিকা

৯ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

আমরা বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া এবার একটি পদ্য ছাপাইলাম। আমাদের কোন বন্ধু পুত্র শোকে শোকাকুলী হইয়া এটি আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। পাঠক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

হাইকোর্টের আপিলেট ও আদিম বিভাগে বিচার পতির সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব সম্প্রতি উক্ত কোর্টের প্রধান বিচার পতির নিকট করা হইয়াছে। পূর্ব্বে সদর কোর্টের আপিলেট বিভাগে ছয় জন মাত্র জজ ছিলেন এবং ইহাদের কর্ত্তৃক সুচারু পূর্ব্বক কাজ হইত। এক্ষণ পূর্ব্বকার ন্যায় আইনের তত জটিলতা নাই, ষ্টাম্পের রসুম বৃদ্ধি হওয়াতে মকর্দ্দমা বিস্তর কমিয়া গিয়াছে, স্পিসিয়াল আপিল কতকাংশে রহিত হইল, সুতরাং আপাতত যত গুলি জজ আছেন, তাহার অর্দ্ধেক দ্বারা কাজ সচ্ছন্দে সমাধা হইতে পারে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে হাইকোর্টে আরো ব্যয় কমান যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত "বঙ্গ মহিলা,, পত্রিকা বাহির হইয়াছে। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, এক জন বঙ্গ মহিলা ইহার সম্পাদকতা করিতেছেন কিন্তু তিনি সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আমার তাদৃশ রচনা শক্তি না থাকাতে, বিশেষতঃ সমাচার পত্র প্রচারণ বিষয়ে আমার আবশ্যকীয় জ্ঞান ও বহুদর্শীতা না থাকায় অগত্যা পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে।,, অবশ্য আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা পত্রিকা খানি চিরস্থায়ী হয়। ভুমিকাটি সম্পাদিকা, এই রূপে শেষ করিয়াছেন---

"আমি অতি সামান্য লোক; আমার বিদ্যা বুদ্ধি বা ধন সম্পত্তি কিছুই নাই। কিবল আমার চেষ্টাতে যে বঙ্গ মহিলা দের কিছু উপকার হইতে পারে, আমি এমন ভরসাও করি নাই। এতদ্দ্বারা আমার নিজের যে অনেক শিক্ষা লাভ হইবে, ইহাই আমার মুখ্য অভিপ্রায়। তবে যদি দেশীয় প্রধান প্রধান স্ত্রীলোকেরা আমাকে ক্ষুদ্র বোধে তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া আমার এই শুভ চেষ্টার সহিত যোগ দেন, তাহা হইলেই মহতী মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।,,

---

নিচের পত্রখানি এই স্থানে গৃহীত হইলঃ—

"হরিদ্বার হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ স্থান। কলিকাতা হইতে যাইতে হইলে সাহারণ পূরে নামিতে হয়। কলিকাতা হইতে সাহারণ পূর ৫৫০ ক্রোশ হইবে। সাহারণ পূরে একটি বৃহৎ উদ্যান আছে। তাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষ লতা বনস্পতি আছে। দেখিলে উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রশস্ততা হৃদয়ঙ্গম হয় ও তখন অবগত হওয়া যায় যে মনুষ্য অতি অল্পই শিক্ষা করিয়াছেন। এখান হইতে হরিদ্বার প্রায় ২৫।৩০ ক্রোশ হইবে। বয়ালি গাড়িতে যাইতে হয়। ৮।১০ টাকা দিলেই যাওয়া যায়। যাইতে প্রায় দুই দিন লাগে। পথ বড় কদর্য্য। পথে যাইতে যাইতে দূরস্থিত মেঘমালার ন্যায় নয়ন পথে পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাইলাম। কিঞ্চিৎ দুরে যাইয়া একটী শব্দ শুনিতে পাইলাম। অবতীর্ণ হইয়া দেখিলাম গঙ্গার নহর দিয়া অতি বেগে জল প্রবাহিত হইতেছে। দেখিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া তদপেক্ষা ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি প্রবল বেগে জল প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ কখন দেখিনাই! জল প্রপাতের কিঞ্চিৎ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইল। যে দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করা যায় তাহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয় হস্তি পড়িলে তাহাকে নিমজ্জন করিয়া ফেলে। ইহার কিঞ্চিৎ দুরে দুইটি বালক আমাদের সঙ্গ লইল। তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিবার উদ্যোগ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহারা চলিয়া গেলনা। জাওনাপুরে যাইলে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হরিদ্বারে অনেক পাণ্ডা থাকে, শহরটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় সমৃদ্ধিশালী লোক আছে। এই স্থান হইতে পাণ্ডাগণ আমাদিগের নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এরূপ বিরক্ত করিতে লাগিল যে তাহা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল, কি করি নীরব হইয়া রহিতে হইল। হরিদ্বারে পৌছিলে রাত্রি হইয়া গেল। তখনই গঙ্গা দেখিতে উৎসুক হইলাম। প্রাতে গঙ্গা দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। প্রাতে বাসাতে পালে২ পাণ্ডা আসিতে লাগিল। সকলে আসিয়া নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এক একজন বাঙ্গালা নগর সমূহের নাম বলিতে লাগিল। কোন কোন নাম শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা, তাল তলার বাবু বাজার। পরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইলাম। এরূপ স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ জল দেখি নাই। নদ গর্ভে যে সকল দ্রব্যাদি আছে, তাহাতে দেখিতে পাইলাম, ঘাটের নিচে বহুতী মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। স্নান করিয়া উঠিলে ঠাকুর গুলি পা বাড়াইয়া দেয় অর্থাৎ তাহাতে জলদিয়া পয়সা দিতে হয়। তাহাদিগকে জোঁক বোধ হয়, রক্ত পান করিয়া ফেলে। আহারান্তে বেড়াইতে বহির্গত হইলাম। পথে যাইতে যাইতে দেবালয় দেখিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎদূরে যাইয়া মনোহর দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মনকে তৃপ্তি করিতে লাগিলাম। একস্থানে যাইয়া পর্ব্বতোপরি বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিলাম। একটী সন্যাসী উলঙ্গ দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। হরিদ্বার পর্ব্বতোপরি, গঙ্গা এখানে উপত্যকা বাহিনী। নদিতল প্রস্তরময়, কোন কোন স্থানে অল্প জল কোন স্থানে ১০।১৫ হাত। কোন স্থানের জল নীলবর্ণ কোন স্থানের জলের বর্ণ রক্তিমা। জলের কলরব অতিশয় শ্রবণ মধুর। পর্ব্বতের গুহাতে সন্যাসী দিগের বাস দেখিলাম। পর্ব্বতে অনেক গুলি বাঁস ঝাড় দেখিলাম। গঙ্গার ভাব এখানে মধুর। উদ্ধ শৃঙ্গে চণ্ডি দেবীর একটি মন্দির আছে। প্রকৃতির শোভা অতীব মনোহর। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে হরিদ্বারে গঙ্গার উৎপত্তি দেখিতে পাইব, কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া নিরাস হইলাম। শুনিলাম এখান হইতে গোমুখী অনেক দূরে। হরিদ্বারের পাণ্ডাদিগের উৎপাতে ইচ্ছা থাকিলেও অবস্থিতি করিতে সাহস হইল না। পরিশেষে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলাম।,,

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

মেসমেরিজম।

আমরা পুর্ব্বকার প্রতিজ্ঞা অনুসারে অদ্য আমাদের একজন প্রাজ্ঞ মেসমেরিষ্ট বন্ধুর প্রথম পত্র প্রকটন করিলামঃ—

"মেসমেরিজম, সত্য কি মিথ্যা, তাহা লইয়া তর্ক করিবার সময় গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে মেসমেরিজম, পরে হোমিওপেথি, ও তাহার পরে স্প্রিচিয়ুলিজম। এ তিনটী ক্রমান্বয়ে আসিয়া মনুষ্য মণ্ডলিকে চমকিত করে। শেষোক্ত দুইটিকে অদ্যাপি অনেক লোকে উপহাস করিয়া থাকেন। মেসমেরিজমকেও পূর্ব্বে লোকে উপহাস করিত; কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বিৎ পণ্ডিতেরা উহাকে একটি শাস্ত্রের মধ্যে গণনা করিয়া লইয়াছেন। মেসমেরিজম সম্বন্ধে আমরা কোন পুস্তক লিখিতেছিনা; সুতরাং আমাদের অদ্য উহার আনুপূর্ব্বীক ইতিহাস লিখিবার অভিপ্রায় নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে মেসমারিজম কোন না কোন রূপে ও অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর তাবৎ জাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে সম্মোহন, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, সাপের ও ভূতের মন্ত্র, ঝাড়ান প্রভৃতি সমুদয় মেসমেরিজম শাস্ত্র অন্তর্গত।

মেসমেরিষ্টিরা বলেন, মনুষ্য মাত্রেরই শরীরে তড়িতের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ আছে। এই পদার্থটি সামান্য তড়িত হইতে অনেক সূক্ষ্ম। কেহ কেহ বলেন, যে ঐ পদার্থটি ও তড়িত এক, কেহ কেহ বলেন, উহা ভিন্ন ভিন্ন। একই হউক, আর ভিন্নই হউক, এই পদার্থের অস্তিত্ব বিষয় আর কেহ সন্দেহ করেন না। এই পদার্থটি যেরূপ বিদ্যুৎ তার দিয়া ভ্রমণ করে, সেই রূপ মনুষ্যের ধমণী দিয়া গতায়াত করে। ইহার কার্য্য বহুতর। প্রথমতঃ আত্মা আধ্যাত্মিক পদার্থ, শরীর জড় পদার্থ, ও ইহা অর্দ্ধ জড় অর্দ্ধ আধ্যাত্মিক বিধায়, জীবনকে শরীরে আবদ্ধ করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আত্মার আজ্ঞা বহ ও আত্মার আজ্ঞা লইয়া তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ মনুষ্যের গতি ও বোধ শক্তির প্রধান কারণই ইহা। যে প্রত্যঙ্গ হইতে ইহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লওয়া যায়, তাহার জীবনীশক্তি ধ্বংশ হইয়া যায়, এবং যে পরিমাণে কোন প্রত্যঙ্গে উহাকে অতিরিক্ত রূপে দেওয়া যায়, সেই পরিমাণে সেই প্রত্যঙ্গ অধিক জীবন প্রাপ্ত হয়। শরীরের কোন স্থানে যদি অধিক জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যদি কোন স্থানে অধিক শোণিত লইয়া যাইবার, কি ঐ স্থানটিকে উষ্ণ করিবার অভিপ্রায় হয়, তবে ঐ স্থানে কোন উপায়ে এ পদার্থ প্রয়োগ করিতে পারিলে কৃত কার্য্য হওয়া যায়। সেই রূপ উহার বিপরীত করিলে বিপরীত ফল ফলিবে। এক্ষণে মেসমেরিজম দ্বারা কি রূপে রোগ আরাম করা যায়, বোধ হয় পাঠক তাহার আভাস পাইলেন। নিম্নে তাহা আরও বিস্তার করিয়া লেখা যাইতেছে।

মেসম্যারাইজ করা আর কিছু নহে, কোন গতিকে এই পদার্থটী অন্যের শরীরে প্রয়োগ, কি শরীর হইতে আকর্ষণ করা। মনে বিবেচনা কর, কোন গতিকে এক ব্যক্তির শরীর হইতে এই পদার্থটী আকর্ষণ করিয়া লওয়া হইল। তাহা হইলে যে, পরিমাণে এই পদার্থ লওয়া হইবে সেই পরিমাণে তাহার আত্মার শরীরের সহিত সংযোগ ধ্বংশ হইয়া যাইবে। শরীর আত্মার বাধ্য থাকিবে না। পাঠক জানেন যে, মনুষ্যে মনে না দেখিলে কি মনে না শুনিলে চথেও দেখিতে পায় না, কাণেও শুনিতে পায় না। বেদনা বোধও মনের, শরীরের নয়। অতএব যাহাকে মেস্মেরাইজ করা হইয়াছে, তাহার অবস্থাটী এই রূপ হয়। কোন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ নাড়িবার যো থাকে না, এমন কি, অঙ্গুলীটি পর্য্যন্ত অবশ হইয়া যায়, কর্ণে শ্রুতি, চক্ষে দৃষ্টি ও শরীরে বেদনা বোধ থাকেনা। চক্ষু কখন উন্মীলিত কখন মুদ্রিত থাকে। চক্ষু খোলা থাকিলে কি হস্ত দ্বারা খুলিলে উহা মৃত মনুষ্যের চোখের ন্যায় বোধ হইবে। কখন কখন মণি এত উর্দ্ধে উঠে যে, চক্ষু খুলিলে উহা মোটে দেখা যায় না, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয়, কখন কখন নাড়ী একেবারে অন্তহিত হয়। নিশ্বাস অল্প বহিতে থাকে। এরূপ অবস্থাতে শরীরের একটী অঙ্গচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেও বোধ হয় না। সকলে বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে এসডেইল সাহেব এই রূপে মেডিকল কলেজে অনেক রোগীকে অস্ত্র করেন, অথচ রোগী কিছু মাত্র জানিতে পায় না। মনের অবস্থা সকল রেগীর এক রূপ হয় না, কিন্তু তবু কতক গুলি বলা যাইতে পারে। প্রথম দুই, তিন দিবস রোগী (যে ব্যক্তিকে মেস্মেরাইজ করা যায় তাহাকে আমরা রোগী বলিব) ঘোর অচেতন অবস্থায় থাকে, কেহ কেহ বরাবরই অচৈতন্য হয়, কিন্তু অনেকের আর এক রূপ হয়। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান কিছু মাত্র থাকে না কি অতি অল্প মাত্র থাকে, অভ্যান্তরিক জ্ঞানের বৃদ্ধি পায়। তখন তাহারা কোন বিষয়ের তর্ক অতি সহজে করিতে পারে, মনের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবও এরূপ জাজ্জ্বল্য মান হয় যে তাহাকে আর একটী লোক বলিয়া বোধ হয়। তাহার অবস্থাটী অর্দ্ধ চৈতন্য অর্দ্ধ অচৈতন্য। শরীর কি জড় পদার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর বাতুলের মত দেয়। এক দিবস এক জন রোগীর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবার সময় সে বলিয়া উঠিল, আমার হস্ত খানা উড়িয়া গেল, ধর। আর এক জনকে আমি বলি যে, ভয় নাই তোমার হাত আমি তুলিয়া রাখিয়াছি, তোমার চেতনাবস্থা হইলে হস্ত ফিরাইয়া দিব, ও রোগী তাহাতেই সন্তুষ্ট।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়ান॥

রাজপুরুষ দিগের নিকট আমরা কত অপদস্ত হইয়া রহিয়াছি, দেশ সমেত লোক চীৎকার করিয়া মরিলেও গবর্ণমেণ্ট আমাদের কথা কানে করেন না। কেন? আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়া? তা নয়। প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা পরিবর্দ্ধন ও প্রচারের স্থল আমাদের নাই। যাহা কিছু কর্ত্তৃত্ব আমরা করি, সে কেবল স্কুল ঘরে, আর শস্য ক্ষেত্রে। যে কিছু আমাদের বিদ্যার পরিচয়, তা কেবল ব্রাহ্মসমাজ আর জ্ঞান প্রদায়িণী সভাতেই আবদ্ধ। যখন দেশময় রাজ নৈতিক সভা সংস্থাপিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট শুনুন বা না শুনুন, প্রতি সভায় দেশহিতকর আইন প্রস্তুত হইবে, এখান হইতে আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইবে, যে সকল ট্যাকস ও আইন সাধারণ লোকের নিকট ঘৃণেয় তাহা রহিত হইবে, সভা সকলে ঐক্য হইয়া যখন সাহস পূর্ব্বক এই রূপ করিতে পারিবেন, তখনই আমাদের দেশীয় লোক দিগের ক্ষমতা প্রস্ফুটিত হইবে ও একবার আমরা শাসন কার্য্য শিখিলে গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নাই আমাদের গতি রোধ করেন। এরূপ সভা যত বৃদ্ধি হইবে তত মঙ্গলের বিষয়। যদি ইহারা এক মত হইয়া চলেন, তবে ইহাদের বল নিবারণ করিতে কেহ পারিবে না। যদি পরস্পরে বিবাদ ও অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের রাজ নৈতিক ক্ষমতা প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। রাজনৈতিক দুই দলে পরস্পর সংহত হইলে যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তাহাতে দুষিত বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া দেশে নূতন জীবন প্রদান করে।

আমাদের দেশের মুখ পাত্র স্বরূপ কেবল এক "ভারতবর্ষীয় সভা" আছে। যাহা কিছু বল ভরসা তাহা সমুদায়ই আমাদের ইহার উপর। রাজনৈতিক

ক্ষমতাও ইহার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এটী প্রকাণ্ড পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। যখন ইহার প্রথম সুত্র পাত হয়, তখন ইহার উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাট যায়। তখনকার ক্ষমতাশালী ফ্রেণ্ডের সম্পাদক মারসম্যান সাহেব ইহার কার্য্য বিবরণ লইয়া প্রায় ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতেন। ফল এক্ষণ উহা বদ্ধমুল হইয়াছে এবং উহার উর্দ্ধ গতি আর কেহ নিবারণ করিতে পারেন না। আমরা হীনবলের এক শেষ হইয়াছি। তবু যখন আমরা এই সভাটির প্রতি দৃষ্টি পাত করি, তখন আমাদের অনেকটা আসার সঞ্চার হয়। তবে একটি কথা আছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ যাহাই বলুন, এ সভাটি শুদ্ধ জমিদারদের নিমিত্ত ও সকল শ্রেণীর নিমিত্ত নহে, এটি প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্টের ও সেই বিশ্বাস ও এই নিমিত্ত উক্ত সভা কোন সাধারন হিতকর প্রস্তাব করিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দোষারোপ করিয়া নিরস্ত করিয়া দেন। কিন্তু যদি তাবৎ শ্রেণীর লোক ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেন, তখন আর ওরূপ কথা বলিয়া ফাঁকি দিবার সুবিধা থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় সভায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যে চান্দা নিদ্ধারিত হইয়াছে, তাহা জমিদার ভিন্ন আর কেহ দিতে পারেন না। বার্ষিক ৫০ টাকা একটী সভায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দিতে পারে, এমন কটি লোক আমাদের দেশে আছেন? এই নিমিত্ত আমরা প্রস্তাব করি যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একটি সভ্য মণ্ডলী করা হউক। মাস মাস ।।০ আনা দিলে ইহারা সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারিবেন। এরূপ করিলে সভার আয়ের ক্ষতি হইবে কেহ ২ আশংকা করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সে আশংকার কোন কারণ দেখিতেছি না। প্রথম, যাহারা এক্ষণ ৫০ টাকা করিয়া দিতেছেন, তাহারা যে উহা কমাইবেন বোধ হয় না। দ্বিতীয়, যাহারা জমিদার বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদের প্রথম শ্রেণী ভুক্ত হওয়ারই সম্ভব। তৃতীয়, সভা এক্ষণ স্থায়ী হইয়াছে এবং এই রূপ একটি নিয়ম করিলে উহার কোন রূপ ক্ষতি হইবে না। ভারতবর্ষীয় সভার কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে আমরা আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছি, তাহারা এই প্রস্তাবটি বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, এরূপ নিয়ম করিলে সহস্র সহস্র কৃতবিদ্য যুবকগণ ভারতবর্ষীয় সভায় প্রবেশ করিবেন।

We owe many thanks to Mr. Knight for a copy of his Economist of the last month. It is, we believe, the only Journal in this country which is conducted in 'no compromise' principle. Mr. Knight is a vetern Journalist, and if he seems a little hot-headed, it is because he is thoroughly honest and writes from deep convictions. The Journal is neatly got up, and deserves the patronage of the reading public.

The following facts were given to us by a spirit, for the benefit of those high-minded souls who wonder, how the Natives of this country could be so ungrateful as to grumble to pay their taxes. Of the whole Revenue of India, 12 millions have been set apart for Her Majesty's Indian Minister, to prove that England takes nothing from India. One-third of the whole Revenue to be spent for the maintainance of the army, to give a satisfactory demonstration of the loyalty of India which England has deserved by her good government; and thirdly, one-hundredth part of the whole Revenue, Government purposes to devote to Educational purposes, thereby giving us a hint that if England wishes to educate us, her wish to keep us prostrate is 33 times stronger.

The Finance.—Mr. Temple has done his best. There was a Deficit to be met, and the yoke of the odious Income Tax to be tightend. Thus he has served two purposes of Government by one bold measure. Government wanted a sure remedy which may be needed in times of emergency, and the Income Tax was selected amongst the many schemes proposed. It was first imposed at a time, when the people fully sympathised with the distress of Government, and they cared not to undergo hardships to help it out of its difficulties. They paid the taxes willingly enough, and in re turn imbibed a morbid dread of the odious tax so mercilessly collected by a set of Officers who were goaded to practice the most shameful cruelties. Government felt the im policy of the measure, and partially changed the features of the tax, but if the people liked not the Income Tax, they liked the License Tax much less. The monster then had to assume another shape, but now Mr. Temple presents us a giant, divested of all false colors, who must be maintained by us as long as the English continue to rule in the land.

It has however one good feature which partly reconciles us to it. It is no doubt the most oppressive instrument ever invented by man to impoverish a nation, but it is also a two-edged sword, which cuts both ways, both the Rulers and the governed. Just see what the lower Executive and Judicial Officers will have to pay. We have in Bengal 11 Commissioners, the aggregate amunt of their pay is Rs.366,500. We have 23 First Grade, and 13 Second Grade Collectors, and 18 Deputy Commissioners, the whole amount of their pay being Rs. 992,200. Then there are, besides the Assistant Magistrates and Commissioners, 33 Joints, whose annual pay amount to Rs. 230,000. There are 26 Judges, 4 Aditional Judges, and 2 Judicial Commissioners who draw no less a sum than Rs. 948,000 annually. Thus only 130 Officers draw the sum of Rs. 2,537,800 from the State. Need we mention here, that 130 Natives of equal, if not better merit, would perform the same duties for tenth part of the above sum? How is it possible for a very poor country to keep its Finances healthy, if she is made to import, richly paid Officers, from a Foreign country to perform the commonest duties of the State? But we digress. These 130 Officers will have to contribute to the State about Rs. 80,000 as Income Tax. Now the mystery, why the English Press should raise such a shout of indignation against the Temple Budget, is explained. So long as the Natives had to bear the greatest burden, they had nothing to say, but now that the wedge has penetrated deeper, they forget their previous arguments and howl with pain and indignation. Members of the Viceregal Council, Editors of respectable Journals, have declared their opposition simply on this ground, and it is no wonder that some Natives, more spirited than wise should be provoked to go to the length of siding with Mr. Temple if for nothing else but only to spite the highly paid Officials. One consideration ought to have consoled those disinterested politicians who lament, why the whole burden of the State is not laid on the shoulders of the Natives. There are

Rajas, Nobabs, and Princes of this country who would willingly serve for half the pay of a Civil servant, to enjoy their emoluments and privileges.

THE MARRIAGE TAX.——We proposed the Marriage Tax. Convinced as we were that Government could easily extricate itsel from its Financial difficulties, by applying properly and vigorously the shears of retrenchment, we had yet to offer substitutes of the odious Income Tax, to appease the ever-increasing thirst of Government. And we proposed the Marriage Tax. To tax Tobaco, is to take from the poor ryot his most valuable crop. Mr. Eden in his evidence before the Indigo Commission deposed, that at times tobaco yielded to the ryots in the Baraset District, Rs 100 per Bigga. To tax such a crop would be cruel, unjust and therefore impolitic. We have other strong grounds against the measure, but we were writing of the Marriage Tax.

To impose a heavy tax on marriage is to bring immoralities in the shape of prostitution, adultery, and abortion, in the land. Austria has such prohibitory laws, and the result is, there are 14 illgetimate children in every 100 births. Nobody as yet ever gained a victory over Nature. If then a tax is to be at all levied in India, it must be done with very great caution. Any severe pressure would endanger the morality of the whole nation.

We proposed this tax, because we were convinced that people would pay it willingly at least without murmur. The Mahomoodans levied it, and the Zemindars of Bengal levy it now. It is indigenous, while the Income Tax is a foreign importation, which the Financiers wish to acclimatize in a country where the people starve every 12 years. It would, again, require no heartless and exacting Assessor to collect it. The Income Tax is both heavy and harrassing, but here in the case of a Marriage Tax, it would be simply impossible for any man to oppress the humblest individual.

But we cannot promise a large Revenue from this source, tho' it can be collected free of charge. But to give a definite shape to the plan, we must try to find out the number of marriages that annually take place in British India. It has been ascertained that the number of births of the male exceed that of the female by 5 or 6 per cent. See the following Table :

Country	female	male
Britain	100	104
Sweden	"	"
France	"	106
Belgium	"	"
Holland	"	"
Austria	"	"
Prussia	"	"
Russia	"	109
Oude	"	103
Central Provinces	"	105
Berar	"	"
N. W. Provinces	"	115
Punjab	"	119

From the above it will appear that the law of birth is almost the same all over the world. If Punjab and N. W. Provinces show a greater excess of males, because we believe, infanticide is still prevalent there Oude shows 2 or 3 per cent less. We expect to see, on the whole a more natural proportion when the contemplated Census of whole India shall be taken in 1871. We have again reasens to believe, that more marriages take place in this country, than in any other. Here females must marry, while in other countries it is optional. Here the average age of marriage is 11 years for a girl, but in England it is from 26 to 27. Now it has been ascertained that in England about 25,0000 girls, or about 1--68th part of the whole population, from the age of 11 to 27, die annually. That is, in India, in every 17 or 18 millions of people, the number of marriages exceed those of England by 25,0000 The populatin of British India is about 8 or 9 times that of England, and the excess number of marriages that take place in India, may be therefore safely taken to be upwards of 20 lacs.

Again, it has been ascertained to mathematical exactness, that in Enland, annually one marriage takes place in every 125 persons. The population of British India is between 150 to 160 millions; according to the same law, upwards of 12 lacs of marriages are celebrated in this country. Add to this the excess number of marriages and the total number exceed 32 lacs. It now remains to determine the rate of taxation, but we shall resume the subject shortly.

যত দিবস বাঙ্গালির সভায় সাহেব প্রবেশ না করে, তত দিবস উহার বালুকায় ভিত্তি ভুমি থাকে। বাঙ্গালির সভা এপর্য্যন্ত একটীও স্থায়ী হইলনা। ভারতবর্ষীয় সভা যদিও বাঙ্গালির তবু উহা সাহেবরাই প্রথমে বড় করিয়া দিয়াছেন। টমসন সাহেব এসভা স্থাপন করেন ও উহার স্থাপনাবধি সাহেবেরা উহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি সাহেবেরা ভাল মন্দ না বলিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া যাইতেন তবে ভারতবর্ষীয় সভাও ঐ পর্য্যন্ত চুপ করিত।

ঢাকায় নুতন একটী সভা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ পাঠে আমাদের যে রূপ বোধ হইল উহাতে রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক হইবেনা। বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চাই যেন সভার প্রধান উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এরূপ ভাবিতে পারেন যে যাহারা পরাধীন, যাহাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নাই তাহাদের বিজ্ঞান চর্চ্চায় সুখই বা কি, ফলই বা কি! কিন্তু আমরা তত দূর যাই না। তবে উহা যদি স্কুল বয়ের ডিবেটীংক্লবের মত হয় তবে সংবাদ পত্রে উহার বিষয় আলোচনা করা না সভার কর্তৃপক্ষীয় গণকে লজ্জা দেওয়া কিন্তু ঢাকা অতি প্রধান স্থান, এমন কি কলিকাতার নিচেই ঢাকা! সেখানকার প্রধান প্রধাম লোকে যদি সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকেন, তবে ভালই বা কেন না হইবে! তবে বাঙ্গালির সভার নাম শুনিলেই আমাদের ডিবেটীংক্লবের কথা মনে পড়ে। গিজারের জীবন চরিত্র, আডিসনের রচনা প্রণালী, প্রভৃতি প্রস্তাবের নাম শুনিলে এখন আমাদের বমন হয়। যদি ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা প্রকৃত দেশের মঙ্গল ও আপনার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন তবে সভায় দুরূহ গণিত, প্রাকৃতিক শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করুন। এক দেশের কৃষি অন্যদেশে প্রয়োগ করা যায় না। কলিকাতার কৃষি সভা কেবল বিদেশীয় বৃক্ষ এতদ্দেশে প্রস্তুত করিবার যত্ন করিতেছেন, কিন্তু কি উপায়ে এদেশের ভূমি আরো ফলবতী হয় তাহার যত্ন তাঁহারা তত করিয়া উঠিতে পারেন না। ভূতত্ত্ব বিদ্যা বাঙ্গালিরা চর্চ্চা করেননা। বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব অদ্যাপি কেহ ভাল করিয়া অনুসন্ধানও করেন নাই। তাহার কিছু কারণ আছে। বাঙ্গালার যে চর পড়িয়াছে উহার মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে অনেক খনন করিতে হয় কিন্তু ঢাকায় এই শাস্ত্র চর্চ্চার সর্ব্বাপে-

ক্ষা সুবিধা। সেখানে নিম্ন ভূমিও আছে পর্ব্বতও আছে। ঢাকা প্রকাশ এই সম্বন্ধে বলেন তাহা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করা গেল।

ইনকমট্যাকস সম্বন্ধে টাউন হলের সভা।

গত সোমবারে টাউন হলে এদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় গণের একটী সভা হয়। এবৎসর আবার ইনকমট্যাকস নিদ্ধার্য্য হওয়ায় বিশেষত এত অধিক হারে, উভয় ভারতবর্ষীয়ও ইংরাজগণ আন্তরিক বিরক্ত হন এবং ইহার প্রতিবিধান নিমিত্ত সভা কর্ত্তৃক ৫ টী সংকল্প করা হইয়াছে।

এদেশের বর্ত্তমান আয় ব্যয় যে রূপ তাহাতে তাহাদের মতে ৩৴ হারে ট্যাকস সাব্যস্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় অত্যাচার পূর্ণ ও অরাজনৈতিক। ব্যয় কর্ত্তন দ্বারা দেশীয় আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

এদেশে ট্যাকস কর্ত্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডে ব্যয়িত হয় অথচ যাহারা ট্যাকস দেয় তাহারা এসম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিতে পায়না, সভার মতে এটী অন্যায়। তাহারা বলেন এসম্বন্ধে ইংলণ্ডের উপর ভারতবর্ষের যথা বিধ শাসন ও ক্ষমতা থাকা উচিত।

তৃতীয় রিজোলিউশনে তাহারা বলেন যে বারিক প্রভৃতি যে সমুদয় পূর্ত্ত কার্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী তাহার ব্যয় সে সমুদয় কার্য্য যতকাল স্থায়ী থাকিবে তাহার উপর পড়তা করিয়া বর্ত্তমান সনের অংশ বর্ত্তমান সনের রাজস্ব হইতে লওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ এসমুদয় কার্য্য ঋণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া হিসাব মত বৎসর পরিশোধ করা উচিত কিন্তু এক্ষণ তাহা না হইয়া অন্যায় ও অন্যায্য রূপে বর্ত্তমান বৎসরের রাজস্ব হইতে সমুদয় ব্যয় সংকুলান হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন তাহাদের মতে দেশীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে সাধারণের মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া যে রূপ ব্যস্ত হইয়া বজেট প্রস্তুতও বিধি বদ্ধ হয় সেটী নিতান্ত অন্যায়!

সভারা একয়েকটী রিজোলিউশন সম্বলিত ষ্টেট সেক্রেটারি অব ইণ্ডীয়ার নিকট আবেদন করিতেছেন।

আয় ব্যয় সম্বন্ধে রাজপুরুষগণ বরাবরি স্বেচ্ছাচারী এবং দেশীয় গণ দুটী একটী কথা বলিতে শিখিয়াই এ সম্বন্ধে মক মক করিয়া আসিতেছেন। এবার রাজপুরুষগণও তাহাদের সঙ্গে মিসিলেন। রাজপুরুষগণ চিরকাল আত্মীয় স্বজন প্রতিপালক এবং এই কৌশলে অপ্রতিহত ও নিশঙ্কে আমাদের প্রতি অবৈধ আচরণ করিয়া আসিতেছেন এবার টেম্পেল সাহেবের নিবুদ্ধিতাতে সকলকে চটাইয়াছেন। সর বিচার্ড আপনাদিগের যে ক্ষতি করুন না আমরা তাহার নিকট এ বিষয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়াছি। এবার আয় ব্যয় লইয়া যে আড়ম্বর তাহাতে আর কিছু না হউক আমরা যে দেশের রাজ কার্য্যে কতক দূর ক্ষমতা পাইব তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আয় ব্যয় সম্বন্ধে এরূপ গোল হইবে জানিলে ফাইনেন্সিয়াল মন্ত্রীগণ এটুক সতর্কের সঙ্গে তাহাদের বজেট বাহির করিবেন, গবরণর জিনারেল আশীয় স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় লোকের সুখ দুঃখ মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া উহা আর পাস করিবেন না।

যাহাদের অন্যায্য মত কার্য্য করা প্রয়োজন, তাহাদের সপক্ষ লোক আবশ্যক করে এবং ইংরাজেরা যত দিন এদেশে স্বেচ্ছাচারি হইয়া রাজ শাসন করিতে অভিলাস করিবেন তত দিন তাহাদের পক্ষপাতী কি অন্য কোন উপায়ে কতক গুলি লোক নিজ দলে রাখা দরকার করিবে। এবার ইনকম ট্যাকস কর্ত্তৃক তাহাদের চিরকালের কৌশলটি, ভাঙ্গিয়াছে। ইংরাজ ও বাঙ্গালিরা ঐক্য হইলে কাহার সাধ্য যে সে বেগ সম্বরণ করে, সুতরাং ইনকম ট্যাকস নাই উঠুক, ইহা অপেক্ষা যে শিথিল হইবে তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু আমাদের একটি বিষয়ে ভয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিবেন যে ইনকম ট্যাকস কর্ত্তৃক উভয় ইংরাজ ও ভারতবর্ষিয় চটিয়া তাহাদিগকে কিছু বিপদে ফেলিয়াছেন তখন আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ করিবার যত্ন করিতে পারেন এবং তাহা হইলে আমরাই সঙ্কটে পড়িব অতএব আমাদের নিবেদন যে ইংরাজেরা যেন আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া না যান।

উদ্ধৃত
ঢাকা ইন্‌ষ্টিটিউট।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, এখানে ঢাকা ইন্‌ষ্টিটিউট নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। এত দিন আমরা ইহার সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঙনিষ্পত্তি করি নাই। না করিবার কারণ ছিল। ইহা কতদূর কার্য্যকর হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে আমরা অনেক সংশয়াবিষ্ট ছিলাম। পরে যখন দেখিতেছি, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রধান২ লোকেই ইহাতে বিশেষ মনোযোগের সহিত যোগ দিতেছেন, তখন অনেক আশা ও পরিণাম সফলতা লক্ষিত হইতেছে। এখন আমরা এই সভার সভ্যগণের যেরূপ উৎসাহ ও যত্ন দেখিতেছি, যদি অর্দ্ধ পথে তাহার বিরাম না হয়, ইহা দ্বারা এপ্রদেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে। এক জন সভাপতি চারি জন সহকারী সভাপতি, এক জন সেক্রেটারি, চারি জন বিভাগীয় সেক্রেটারি এবং এক জন খাজাঞ্চী কর্ত্তৃক এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে॥ বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প এবং বাণিজ্য এই চারি ভাগে সভার কার্য্য বিভক্ত হইয়াছে। উপরি উক্ত এক একটী বিভাগের কার্য্য ভার এক এক জন সহকারী সভাপতির অধীনে রহিয়াছে। প্রতি মাসের প্রথম শনিবার সন্ধ্যার পর এই সভার অধিবেশন হইবে। তাহাতে প্রবন্ধাদি পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক হইবে॥ প্রতি বর্ষের জানুয়ারি মাসে এক একটী বার্ষিক অধিবেশন হইবে॥ তাহাতে সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি একটী বক্তৃতা দিবেন॥ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য দিগের নাম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি॥

শ্রীযুক্ত এন্ সি কটক্লিপ সভাপতি
" ডবলিউ ব্রেনেণ্ড সহকারী ঐ (বিজ্ঞান বিষয়ে)
" রেবারেণ্ড এ মেনেকা ঐ (সাহিত্য বিষয়ে)
" কাপ্তান ডবজ ঐ (শিল্পবিষয়ে)
" আর্ এচ্ পছি ঐ (বাণিজ্য বিষয়ে)
" ই সি কেম্প সেক্রেটারী
" বাবু রূপ লাল দাস খাজাঞ্চি

সংবাদাবলি।

—বঙ্গমহিলা বলেন, "অতি অল্প দিন হইল খিদির পুরের রাস্তাদিয়া ৩, ৪ জন কশাই একটী গরুকে জবাই করিবার জন্য লইয়া যাইতে ছিল, গরুটী প্রাণের দায়ে প্রাণপণ করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটী পুষ্করিণীতে পতিত হয় কশাইরা তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে ঐ গরুটী আত্মরক্ষার্থ এমন মরিয়া হইয়া উঠিল যে তাহাকে শীঘ্র ধরা কাহারও সাধ্য হইল না। সে শৃঙ্গাঘাত ও পদাঘাতে কশাইদিগকে বিলক্ষণ দিয়াছে॥ পরে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কশাইদের নিকট হইতে গরুটী ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত ঐ গরুটী ক্ষিপ্তবৎ ছিল কেহ নিকটে যাইতে পারিত না এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে।

—গত বৎসর আমেরিকায় ৬৫৮৮ মাইল রেলওয়ে সংস্থাপিত হয়। মাছাচুছেটসের অন্তর্গত কুইন্সিতে প্রথম ১৮২৭ অব্দে তিন মাইল মাত্র রেলওয়ে করা হয়। এক্ষণ সমুদায়ে ৪৮৮৬০ মাইল খোলা হইয়াছে। আরো ২৭৫০৭ মাইল খুলিবার কথা হইতেছে এবং কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইলিনয় ষ্টেটে সকল অপেক্ষা বেশী রেলওয়ে অর্থাৎ ৭১৮৬ মাইল, পেনসিল বেনিয়ায় ৬৮৭৭ মাইল, ইণ্ডিয়ানায় ৫৩৩৩, নিউইওর্কে ৪৭৩৫, ওহিওয়ে ?৬৩৩ ও কালিফর্ণিয়ায় ২৩০৭ মাইল॥ রোড আইলাণ্ডে সকল অপেক্ষা কম, অর্থাৎ ১২৩ মাইল মাত্র॥ ফি মাইল রেলওয়ে করিতে আশি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং গত বৎসর

রলওয়ের নিমিত্ত আমেরিকায় ছয় শত কোটি টাকা খরচ হইয়াছে ॥

এডুকেশন গেজেট বলেন, "টিপু সুলতানের বংশ চূড়ামণি রাজকুমার গোলাম মহম্মদ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দীন দরিদ্র দিগের নিমিত্ত একলক্ষ পঞ্চ ষষ্টি হাজার টাকা দান করিয়াছেন ॥ তাহার ব্যয় নিম্ন লিখিত রূপে নির্ব্বাহিত হইবে ॥

১৩২.০০০ টাকা ২৪ পরগণার জজ ও কালেক্টরের হাতে থাকিবে, তাহার বার্ষিক শুদ ৫২৮০ টাকা, মাসিক ৪৪০ টাকা ॥ এই ৪৪০ টাকার মধ্যে ৩৮০ টাকা জীবিকা আহরণে অক্ষম এমন আর্ত্ত ব্যক্তি দিগকে মাসে২ পেন্সন স্বরূপ দেওয়া হইবে ॥ এই পেন্সন গ্রাহকের মধ্যে মুসলমান জাতীয় এক শত পঞ্চাশ ও হিন্দু জাতীয় চল্লিশ মোট এক শত নব্বই জন থাকিবে ॥ পেন্সনের পরিমাণ মাসিক দুই টাকা ॥ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে টালিগঞ্জের বড় মসজিদে পেন্সন বিতরিত হইবে ॥ পেন্সনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা দ্বারা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে শীত বস্ত্র ক্রয় করিয়া ঐ পেন্সন গ্রাহক দিগকে বিতরিত হইবে ॥

জজ ও কলেক্টরের হস্তে গচ্ছিত ১,৩২,০০০ টাকার বাদে যে ৩৩,০০০ টাকা থাকিবে তাহা দীন দরিদ্র দিগের দুঃখ মোচনাভিপ্রায়ে ভারতবর্ষিয় গবর্ণমেনটের হাতে ন্যস্ত থাকিবে ॥ গবর্ণমেনট আবশ্যক মত তাহা বিতরণ করিবেন ॥,,

—আজ কাল ছাত্র শিক্ষকে ভারি বিবাদ ॥ সেদিন পাটনায় এই গোলমাল হইয়া গিয়াছে ॥ সম্প্রতি কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেবের নিকট একটি ছাত্র শিক্ষক সংক্রান্ত মকর্দ্দমা হইয়াছে ॥ কলিকাতা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউ সনের একটি ছাত্র উক্ত বিদ্যালয়ের দুই জন মাষ্টারের নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করে যে, তাহারা তাহাকে প্রহার করিয়াছেন ॥ মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী দ্বারা জানেন যে বেত দ্বারা স্কুলের ছাত্র দিগকে প্রহার করার রীতি এদেশে প্রচলিত আছে ॥ সুতরাং তিনি আসামী দিগকে খালাস দিয়াছেন ॥ তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, যদি করিয়াদী বালক না হইত তবে তিনি মাষ্টার দিগকে ক্ষতি পুরণ করিতে তাহাকে বাধ্য করিতেন ॥ বালকটির মাষ্টারদের নামে নালিশ করা অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে সকল মাষ্টারের ছাত্র দিগকে বেত্রাঘাত করেন, তাহারাও নৃশংস কম নন ॥

—জাপানে প্রায় প্রতি ব্যক্তি বিবাহ করে ॥ কেবল এক দল সন্নাসী ও রাজ্ঞীর সহচারী গণ উদ্বাহ করে না ॥ পুরুষে ২০ ও স্ত্রীলোকে ১৬ বৎসরে বিবাহ করে ॥ এখানকার বৌদ্ধেরা ভিন্ন আর কেহই বিবাহকে ধর্ম্ম নৈতিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করে না ॥ অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বিবাহের সময় একটি বাটি যৌতুক দেওয়া হয় ॥ এক জন স্ত্রীলোক উহা কোন পানীয় দ্রব্যে পুর্ণ করে। উভয় পাত্র পাত্রীর উহা নিঃশেষ করিয়া পান করিতে হয় ॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা সুখে দুঃখে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দম্পতি রূপে কাটাইবেন ॥ সন্তানের উপরে পিতা অপেক্ষা মাতার বেশী ক্ষমতা ॥ স্ত্রীলোকের স্বত্ব এত দূর যে, এক জন স্ত্রীলোক সিংহাসনারূঢ় হইয়া দেশ শাসন করিয়াছেন ॥ এরূপ একটি আইন প্রচলিত আছে যে, প্রত্যেক শিশু সন্তানের মাথা কামাইতে হইবে ও রৌদ্র হউক বৃষ্টি হউক, তাহাকে আলগা গায় ও মুণ্ডিত মস্তকে প্রতি দিন বাতাসে লইয়া বেড়াইতে হইবে ॥ সচরাচর বালক দিগের খেলার সাতী একটা মোটা ক্ষুদ্র পাদ বিশিষ্ট কুকুর ও একটা স্থূলাকায় বেড়ে বিড়াল ॥ পিতাও পুত্রকে বল পুর্ব্বক কোন শিক্ষা দেন না, পুত্রও পিতাকে কিছু শিক্ষায় না ॥ সকলই আপন ইচ্ছা মত শিক্ষা করে ও শুনা যায় উক্ত রাজ্যের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ লিখিতে, পড়িতে ও আঁক কসিতে জানে ॥ ভূমিষ্ঠ হইবার ৩০ দিন পরে প্রথম নাম করণ হয়, প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে দ্বিতীয় নাম করণ হয়, বিবাহের পর তৃতীয় নাম করণ হয়, কোন গবর্ণমেনটের চাকুরি হইলে চতুর্থ বার নাম করণ হয় ও ক্রমে যত তিনি উন্নত পদ হন যতবার নাম পরিবর্ত্তন করা হয় এবং এই রূপে শেষ নাম তাহার মৃত্যুর পরে তাহাকে দেওয়া হয় ॥ এই নামে তিনি সন্তান সন্ততির নিকট জানিত হন ॥

—সমৃদ্ধিশালী হইতে যে তিনটি পদার্থের আবশ্যক তাহা বেরার ও মধ্য ভারতবর্ষে আছে। মৃদঙ্গার, লৌহ ও তুলা যত আবশ্যক এখানে পাওয়া যাইবে ॥ সম্প্রতি উন জেলায় একটি কয়লার খনি বাহির হইয়াছে। এটি খনন করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে ॥

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কর্পূতলার রাজার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ড যাইতে ছিলেন ও পথি মধ্যে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

—আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বাবু ফকীর চান্দ ঘোষ ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও শান্ত প্রকৃতির লোক। অন্যান্য ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত যুবক দিগের ন্যায় ইনি সাহেব হন নাই।

— আমরিকায় স্ত্রীলোক দিগকে থামাইয়া রাখ দুস্কর। সম্প্রতি আমরিকাল মহাসভায় বহু বিবাহ নিবারণার্থে দুই খানি পাণ্ডু লিপি অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় তিন হাজার স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া এক সভা করেন ও ইহার বিরুদ্ধে একা আবেদন করিয়াছেন।

—মুক্তগাছা হইতে হিন্দু হিতৈষিণীতে এক জন লিখিয়াছেন, ৩০ চৈত্র ॥

"বিগত ১১ ই চৈত্র আমাদের বহু আড়ম্বরের যে পুলিষ সংক্রান্ত জেমেজের মোকদ্দমাটী ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে ॥ কিরূপেই বা শেষ হইল তজ্জন্য বোধ করি আপনারা কুতুহলী হইবেন সন্দেহ নাই ॥ আপনাদের কুতুহল সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত করিতে গেলে গ্রন্থকার হইতে হয়। এই দিবস শ্রীযুত সুর্য্যকান্ত বাবু জজ সাহেবের বিচার স্থানে উপস্থিত হইলে জজ সাহেব বলেন যে "শ্রীযুত ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তিনি আপনার প্রতি যে সকল ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তিনি আইনানুসারে ও সরল ভাবে করিয়াছেন এবং এই রূপ ব্যবহার তিনি এক জন ইউরোপীয় ব্যক্তির উপর ও করিতেন বিশেষতঃ জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই রূপ জাবানবন্দী দিয়াছেন যে, পুলিষ সাহেব যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আদেশ মত করিয়াছেন, সুতরা আপনার পক্ষে অধিক বল দেখা যায় না, অতএব আপনি এই মোকদ্দমা ক্ষান্ত দিতে পারেন" বাবু এই কাথতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষণ কাল পরেই ক্ষান্ত দিতে সম্মত হইলেন ॥ এই দিবস কেবল পুলিষ সাহেবকেই ছাড়া হইল, পর দিন রাম কুমার বাবু ও হর কুমার বাবুকে ও সাহেবের পশ্চাদ্বর্ত্তি করা হয় ॥ প্রথমতঃ আমরা সুর্য্যকান্ত বাবুকে কিছু না বলিয়া বিচারপতি জজ সাহেবকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে চাই ॥ তিনি স্বয়ং বিচারপতি হইয়া সুর্য্য বাবুকে আপস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কেন? পুলিষ সাহেব সরলভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, এ সরলতাই বা কেমন সরলত', ইংরাজি সরলতা কি এই রূপই না এই পুলিষী সরলতা? যদি সুর্য্য বাবু উদারভাবে মোকদ্দমাটী হইতে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যে বিশেষ মহাত্মর পরিচয় দিয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না। যদি তাহার এতদূর উদারতা দেখাইবার ইচ্ছা ছিল, তবে তিনি কেন প্রথমই না দেখাইলেন? মোকদ্দমা উপস্থিত করার কি আবশ্যকতা ছিল? এবং এত দিনই বা তিনি কি করিতে ছিলেন ॥ নিষ্পত্তির দিনই কি কেবল তাঁহার উদারতা দেখাইবার জন্য উপযুক্ত সময় হইয়াছিল? যদি সুর্য্য বাবু উর্দ্ধতন সাহেবদিগের কোপে পড়িবেন আশঙ্কায় মোকদ্দমাটী হইতে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কতদূর যে পদানুচিত ভীরু ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন ॥ যদি শেষটী যথার্থ হয় তাহা হইলে সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলিবে "মুক্তাগাছা নিষ্ঠুর কাণ্ডের মোহর করা হইল ॥"

বিবিধ।

পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন যে টেম্পল সাহেব শত করা ৩ টাকা ইনকম ট্যাকস করাতে ইংরাজ বর্গ একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন ॥ ও ক্রুদ্ধ হইয়া যায়াতে এই ট্যাকস উঠিয়া যায় তাহার জন্য লণ্ডনেও ও টেম্পল সাহেবকে বাছা বাছা ইংরাজিগকে গালি দিতেছেন ও সকলে জুঠবদ্ধ হইতেছেন। ইতি মধ্যে এক দল ইংরাজ এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্টে একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন তাহার অবিকল নিম্নে দেওয়া গেল।

" দরখাস্ত শ্রী নিম স্বাক্ষর কারী গণ, অধন দিগের নিবেদন এই ॥ অধীনেরা বহুকষ্টে শ্রেষ্টে সমুদ্র পার হইয়া ধনোপার্জ্জন করিতে এদেশে আসিয়াছে ॥ যাহাতে সেই ধনোপার্জ্জনের বাধ জন্মে তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হয় অতএব অধীন দিগকে প্রস্তাবিত ইনকম ট্যাকস হইতে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয় ॥

২ ॥ গবর্ণমেন্টের টাকার অনটন তাহা অধীনেরা অবগত আছে. কিন্তু গবর্ণমেন্টের টাকার অনটন হইলে গবর্ণমেন্ট অধীন দিগকে কষ্ট না দিয়া অবশ্য অন্য উপায়ে সে টাকা পুরাইতে পারেন ॥ অতএব সেই উপায়াবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট অনায়াসে আমাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারেন ॥

৩ ॥ যখন টেম্পল সাহেব চিফ কমিশনার ছিলেন তখন তাঁহাকে আমরা ভাল বলিয়া জানিতাম এখন দেখিতেছি তিনি অতি মন্দ লোক ॥ অধীন দিগের বিবেচনায় তিনি এ কর্ম্মের উপযুক্ত কখন নয়, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আবেদন কারী গণকে ট্যাকস হইতে মুক্ত দিতে আজ্ঞা হয় ॥

৪ ॥ ইনকম ট্যাকস লইতে হইলে শুদ্ধ নেটিব দিগের নিকট হইতে লওয়া উচিত ॥ তাহারা দরিদ্র, টাকার তত মমতা ইহারা জানে না, টাকা দেওয়া কত কষ্ট তাহাদের সুতরাং তত বোধ না হওয়ারি সম্ভব, অতএব তাহাদের নিকট হইতে ট্যাকস লইয়া অধীন দিগকে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয় ॥

৫ ॥ বিশেষতঃ যদি ইনকম ট্যাকস কাহারো

দিতে হয় তবে নেটিব দিগেরই দেওয়া উচিত, কারণ তাহারা নেটিব, এসমুদায় বিবেচনা করিলে আর অধীন দিগের ট্যাকস হইতে হয় না ॥

৬ ॥ অধীন দিগের অন্য কোন বাবদে কোন ট্যাকস দিতে হয় না, যত রূপ সমুদায় নেটিবরাই কুলাইয়া আসিয়া থাকে, এখন যে সকল এই সকল হিতকর নিয়মের বিপরীত হইতেছে অধীনেরা বুঝিতে পারে না ॥ অতএব যাহাতে আবেদনকারী দিগের ট্যাকস না দিতে হয় তাহার আজ্ঞা প্রচার করা গবর্নমেন্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ পুনশ্চ। কোন রূপ ট্যাকস না দেওয়াতে অধীন দিগের ট্যাকস দেওয়া অনভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সে বিষয় ও গবর্নমেন্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ॥

৭ ॥ অধীনেরা যখন এতদ্দেশে আইসে তখন ধনোপার্জ্জন ব্যতীত ব্যয় করিবেনা, অধিনেরা এই সংকল্প করিয়া এতদ্দেশে আগমন করিয়াছে ॥ গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে অধিনেরা কখনও এনিয়ম ভঙ্গ করে নাই, এমত স্থলে গবর্নমেণ্টের বাধা করিয়া তাহা দিগকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ পাপ না করাইয়া সম্যক প্রকারে অব্যাহতি দেওয়াই কর্ত্তব্য ॥

৮ ॥ অধীন দিগের এই কর দিতে হইলে প্রত্যেকের আয়ের উপর শতকরা ৩ টাকা করিয়া ক্ষতি হইবে, অতএব কৃপা করিয়া অধীন দিগকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়"।

প্রেরিত।

এক তামাসার বিবাহ।

মহাশয়, আমাদিগের গ্রামের শ্রীযুক্ত কালি কুমার ঘোষের সহিত কাইত খালী গ্রামের শ্রীমন্ত পালের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হয়। গত ৩০ শে ভাদ্র বিবাহের দিন স্থির হওয়ায় ঘোষ ঐ দিবস উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন ॥ কন্যা সম্প্রদান ভিন্ন অন্যান্য ক্রিয়া সমাপনান্তে গহনার ওজর করিয়া পাল মহাশয় বিবাহ দেন না ও ঘোষজ মহাশয় প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পর দিবস ক্ষতি পূরাণের দাবি দিয়া নালিশ করায় পাল মহাশয় ২৪ অগ্রহান বিবাহ দিবেন ও না দিলে ১০০ টাকা ক্ষতি পূরান স্বরূপ দিবেন এই রূপ ছোলে করেন ॥ ঘোষ ঐ ২৪ই তারিখে বেহারা, বাদ্যকর ইত্যাদি সহ বিবাহের আশায় পুনুরায় (ভাবি) শশুরালয় গমন করায় পাল মহাশয় বর ও বরযাত্র দিগকে দস্যু বলিয়া শোর ও গোল করিয়া তাড়াইয়া দেন ॥ হত ভাগ্য কালি চরন পূর্ব্বাকর ডিক্রী জারি ও পুনরায় গমনের খেসারত ৫০ টাকার নালিশ করিয়া নিজের পদাতিক সহ পালের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত ॥ দেখিলেন যে পাল তাহার কন্যাকে অন্যের সহিত বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছেন ॥ সে বর পাত্র সে দিবস তথায় ছিল ॥ তা ইহাতে অধিক রাগত হইয়া সেই বর পাত্র ও পালকে গালি গালাজ দেওয়া হয় ও এই রূপে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় পাল ছোট আদালতের প্যায়াদ বেদখল করেন ও ফৌজদারীতে লুঠ তরাজ করিয়াছে বলিয়া ঘোষের নামে নালিশ করেন ॥ এদিকে ঘোষ ছোট আদালতের প্যায়দা বেদখল বলিয়া আর এক মকর্দ্দমা করেন ॥ এই বাবদ পালের [illegible]৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে ॥ লুঠের মকর্দ্দমা ডিসমিস হইয়াছে ॥ ও লুঠের মকর্দ্দমা খেলাপ হওয়ার দরুন যষ্ঠিবর পালের [illegible]৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে ॥ শুনিতে পাই, তাড়িত বর পাত্রের এখন পর্য্যন্ত রাগ মিটে নাই।

নিং শ্রীকুঞ্জ বেহারী মজুমদার।

যশোর।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে

জন্ম ১১ ই শ্রাবণ } ১২৭৬
মৃত্যু ১৯ সে চৈত্র }

রে পত্র বাহক অন্ধ! জান কি সংবাদ,
বহিয়া বহিয়া তুমি ফির দ্বারে দ্বারে?
জানকি পত্রেতে কারো ঘটে পরমাদ?
কারে বা ভাসায় পথ সুখ পারাবারে?

জানিলে না কি গরল দিলে মোর হাতে,—
কি বিষম তীক্ষ্ণ শর বক্ষেতে হানিলে?
নিরীহ, অজ্ঞান তোর কি দোষ ইহাতে?
জেনে, কষ্ট দেয় পরে অধম দুঃশীলে;

অর্থলাভ সুখ আশে ভুজঙ্গ দমনে
খুলিল ঝাঁপির মুখ, ভুজঙ্গে দংশিল।
সুতের আরোগ্য-তত্ত্ব পাব ভাবি মনে,
খুলিনু লিখন, বুকে ছুরিকা বাঝিল।

অহো! কি দুঃসহ কষ্ট! বুক ফেটে যায়,
এতক্ষণ কেন প্রাণ বাহির না হও?
বনেতে গিয়াছে রাম ছাড়িয়া তোমায়,
এশূন্য-শ্মশান-গৃহে কেন আর রও?

প্রাণধন চুনি বাছা, খোঁকারে আমার!
ছেড়ে কি গেলির শেষে এত কষ্ট দিয়ে?
জন্মদিনাবধি ছাড়ি শয়ন আহার,
তিন মাস কেন ছিনু বুকেতে করিয়ে?

যে হইতে মাতৃ গর্ব্ভে তোর অধিষ্ঠান,
সেহতে জননী তোর পীড়ায় কাতর।
অযতনে পাছে বাছা ত্যজিস পরাণ,
এই ভয়ে সহিয়াছি কষ্ট নিরন্তর ॥

কর্ম্মস্থান হতে ফিরে যে মাত্র এসেছি,
কোলে মাধু, বক্ষে তোরে লয়েছি অমনি।
অর্দ্ধ রাত্র বুকে রাখি বাতাস করেছি,
গলা শুকাইবে ভয়ে জেগেছি রজনী ॥

বিগত আশ্বিন মাসে যাইতে আলয়ে,
পথিমধ্যে ব্যধি ঘোর হইল তোমার।
কত যত্নে বাছা তোরে বন্ধু গৃহে লয়ে,
করিনু সেবার রক্ষা, করি প্রতিকার।

ব্লিষ্টারের ক্ষত তোর বুকেতে দেখিয়া,
পিসী আর মাতা তোর কাঁদিয়া ব্যাকুল।
এখন মোদের বুকে সেই ক্ষত দিয়ে,
গেলি কি গোপাল মোর ছাড়িয়া গোকুল?

তোরে গর্ব্ভে ধরি তোর জননী দুঃখিনী,
আজিও আছয় ক্লেশে অস্থি চর্ম্ম সার।
তাহে তোর শোকে কাঁদি দিবস রজনী,
বাঁচে কি না বাঁচে নাই নিশ্চয় তাহার।

পুত্র কন্যা স্ত্রী হারায়ে মেজো জেঠা তোর,
তোদের পাইয়া শান্ত হয়েছিল কত।
শীথিল করিলি তাঁর সংসারের ডোর।
হয়েছেন এবে তিনি উদাসিন মত।

পতি পুত্র, বিত্ত আদি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে,
তোদের দেখিয়া সব ছিলেম পাশরি।
দিবা নিশী থাকিতেন দুটী ভাই লয়ে,
সে বড় পিসীমা তোর শোকে গড়াগড়ি।

ভাসাইয়া সকলেরে শোক পারাবারে,
কি দোষেরে চুনী ধন গেলি পরিহরি?
দুই বছরের মাধু, সেও হাহাকারে,
দেখ আসি, কাঁদে সদা "খোকা ভাই" স্মরি।

মুমুর্ষু দশায় রাখি জননী, দাদারে,
গেলি, তারা শীঘ্র তোর হবে অনুগামী।
ঘুচিবে মর্ত্তের লীলা ত্বরা একেবারে,
তরী ভগ্ন নাবিক রহিব একা আমি।

এই কি পুত্রের কাজ? যদি ছাড়ি যাবে,
গর্ব্ভে, কিম্বা জন্মমাত্র মরিলে না কেন?
আট মাস থাকি বাছা, বল কি অভাবে,
না কহিয়া মোর কাছে গেলি চোর হেন?

আহা ধন। মোর মনে রহিল এদুঃখ।
মধুমাখা "ছাই পাস" নারিনু শুনিতে।
আর না হেরিনু তোর হাসি ভরা মুখ,
গাল বেয়ে দুগ্ধ ধারা নারিনু দেখিতে।

দুইটী কলসি ধরি পড়ি দুখার্ণবে,
ভাসিতেছিলেম, তার একটী ভাঙ্গিল;
আজি কালি দ্বিতীয়টী ভাঙ্গে যেন করে,
কি পাপে এদশা মোর কপালে ঘটিল?

ভুলেছিনু সব কষ্ট হেরি পুত্র মুখ,
কাল চোর হরেছে সেধন হৃদি হতে।
বিদীর্ণ হয়েছে শোক শেলাঘাতে বুক,
হেন শোকে বুঝি আর নাই এজগতে।

ভবের উদ্যানে ফুটি "লালা" ফুল মত
আছি সদা, বাহ্য শোভা দেখে সর্ব্বজন।
শোক দুঃখে দগ্ধ কিন্তু হয়ে অবিরত,
হৃদয়ে কালিমদাগ বহি অনুক্ষণ

জগদীশ, কর তাই, যেইচ্ছা তোমার।
কিছুতে তোমার দয়া না ভুলিবে মন।
বক্ষে করে রেখ সদা চুনীরে আমার,
এই মাত্র তব পদে করি নিবেদন।

হাইকোর্টের মাল সংক্রান্ত নজীর।

—বন্দবস্ত ও জমা ধার্য্যের নিমিত্ত যে মীমাংসা হইয়া যায় তাহাকে দেওয়ানী এলাকা বা মালিক অধিকারের প্রসিদ্ধ ক্ষমতায় নিষ্পত্তি বলা যাইবে না ॥

বাজেয়াপ্ত, বন্দোবস্ত ও জমাধার্য্য সম্বন্ধিয় বিভাগে রেবিনিউ কমিস্যনর যে চুড়ান্ত হুকুম করেন তাহাকে ও ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৪ধারার কর্ম্মাধীন প্রসিদ্ধ ক্ষমতাপন্ন হাকিমের নিষ্পত্তি বলা যাইবে না ॥ ১২ উঃ রিঃ ১৫০ পৃষ্ঠা ॥

—যে স্থলে পক্ষগণের পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকে, সে স্থলে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারাতে খাজনা পাইবার স্বত্বটী খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমাতে বিচারিত হইতে দেয় না, কিন্তু এক জাবেতা নালিশে মীমাংসা হইবার নিমিত্ত ঐরূপ বিচার্য্য রাখিয়া দেয় ॥—১২ উ রিঃ ১৫৩ পৃষ্ঠা ॥

—কালেক্টরের নিকট কি আপীলে পূর্ব্বে খাজানা পাইয়া ভোগ্‌করনের বিষয়টি মাত্র মোজাহেম ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে ৭৭ ধারানুসারে উত্থাপন করিতে পারিবে। ক্ষতি গ্রস্থ ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে তাহা দেওয়ানী আদালতে মীমাংসা নিমিত্ত বাচাইয়া রাখা যাইবে। ১২ উঃ রিঃ ১৫৮ পৃষ্ঠা ॥

—নোটিস জারি না হওয়া হেতুতে ডেপুটি কালেক্টরকৃত এক তরফা নিষ্পত্তির পুনর্দ্দৃষ্টির নিমিত্ত প্রতিবাদী দরখাস্ত করিলে সেই মোকদ্দমা পুনরায় নথীভূক্ত করিবার হুকুম হয় তাহাতে মোকদ্দমা পুনঃ শুননির নিমিত্ত একটি দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া নোটিস জারী করা হয়। এবং তাহাতে জানান হয় যে, যদি সেই দিনে তাহার কোন আপত্তি করিতে থাকে তবে সে ব্যক্তি তাহা করিতে পারিবে ॥ বাদী সেই দিনে হাজির হইল বটে, কিন্তু প্রতিবাদীর উপর যে নোটিস জারী হয় তাহা সে ব্যক্তি দেখাইতে পারিল না ॥

অবধারিত হইল যে, পুনর্দ্দৃষ্টি গ্রাহ্য করাতে [illegible]৮৫৯ সালের দশ আইনের ৫৮ ধারা অমান্য করা হইল না ॥ বারো উঃ রিঃ [illegible]৯৫ পৃষ্ঠা ॥

—উল্লেখিত কোন লাখেরাজ হকুকের খরিদ্দার নিজ কোর্পা প্রজার নিকট হইতে খাজানা পাইবার নিমিত্ত যে, মোকদ্দমা করে তাহা ১৮৫৯ সালের দশ আইনের ৭৭ ধারাক্রমে প্রধান ভূম্যধিকারী দ্বারা মোজাহেম হওয়া প্রযুক্ত অগ্রাহ্য হইল। এমত স্থলে অবধারিত হয় যে, তদ্ধেতু যে এক জাবেতা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে, তাহাতে নিজ কোর্পা প্রজার নিকট হইতে খাজানা পাওয়া যে তাহাকে অর্হে এই বিষয়টি মাত্র বাদীর প্রমাণ করিতে হইবে, কিন্তু সেই ভূমি প্রসিদ্ধ লাখেরাজ হওয়া তাহার পক্ষে সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক করিবে না। বারো উঃ রিঃ ১৯৭ পৃষ্ঠা॥

—খুন নহে এরূপ দোষাহ নরহত্যার মোকদ্দমাতে জূরিকে অভিযোগ শুনাইবার কালে জজ জুরিকে কহিয়া দিবেন যে, কোন প্রকার দোষাহ নরহত্যা অববাদিত ব্যক্তির করা তাঁহারা বিবেচনা করেন; তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিবেন॥ কেন না দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারামতে বিশেষ অপরাধের বিশেষ দণ্ডবিধান করিয়াছে॥ যে স্থলে জজ এরূপ কার্য্য করিতে ছাড়িয়া গিয়াছেন সে স্থলে হাইকোর্টের অবধারণ এই যে, অপেক্ষাকৃত হালকা অপরাধের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে বারো উঃ রিঃ ৩৫ পৃষ্ঠা॥

—ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ৬২ ধারার আলোচিত হুকুমটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বা না করিতে আদেশ দিতে পারে, কিন্তু সরকারী রাস্তাতে কোন গরু বা ঘোড়া ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া সেই ধারানুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট এক আম হুকুম করিতে পারিবেন না, কিম্বা ১৮৬৭ সালের ৩ আইন মতে কোন হুকুম করা যাইবে না, কেন না সেই আইনটি ফসল গবাদিতে নষ্ট করণ স্থলেই ও সরকারী রাস্তার ও বাঁধের আশপাশ জায়গায় খাটে মাত্র। বারো উঃ রিঃ ৩৬ ও ৩ বেঃ ল, রিঃ ৪৫ পৃষ্ঠা।

—যে স্থলে যে ডিক্রী একবার জারী করা হইয়াছে, সেই ডিক্রী কোন ব্যক্তি পুনরায় জারী করিতে [illegible] করে, সে স্থলে দণ্ডবিধি আইনের ২০৯ ধারার মধ্যে না হইয়া ২১০ ধারার মধ্যে সেই অপরাধ পড়িতেছে॥ ২০৯ ধারা কেবল বিচারাদালতে মিথ্যা ও তঞ্চকি দাবির বিষয় উল্লেখ করে এবং যে দেওয়ানী আদালতে সরেনও নালিশ উপস্থিত করা হয় তাহাতেই পর্য্যাপ্ত হয়॥ বারো উঃ রিঃ ৩৭ পৃষ্ঠা॥

—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৬২ ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেটকে শান্তি ভঙ্গ নিবারণ করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা কেবল এ আইনের ২২ অধ্যায়ের বিস্তারিত প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি পর্য্যন্ত হইতেছে॥ বারো উঃ রিঃ ৩৮ পৃষ্ঠা॥

অবধারিত হইল যে, দণ্ডবিধি আইনের ৪০৪ ধারাক্রমে অপরাধিত ব্যক্তি আপনার ব্যবহারে খরচ করিবে বলিলেই কোন ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার মৃত্যু কালীন শঠতা পূর্ব্বক অপব্যয় করণ রূপ অপরাধ যে সাব্যস্ত হইবেই হইবে এমত আবশ্যক হয় না॥

বিচার পতি মার্কবি অবধারণ করিলেন যে, জীবিত কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ফৌজদারী দোষাহ অপব্যয়ের অপরাধ ঘটাইতে যদ্রূপ ৪০৪ ধারানুসারে অপরাধ ঘটাইতেও তদ্রূপ সকল অঙ্গের আবশ্যক রাখে॥ বারো উঃ রিঃ ৩৯ পৃষ্ঠা॥

কর্ম্মখালী।

বিজ্ঞাপন।

রাণীগঞ্জ হইতে এক মাইল দূরে নাপর ইং বাং স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য॥ বেতন পোনরো টাকা॥ বাবু বিপীন বেহারী রায় সেক্রেটারী, নাপর, রাণীগঞ্জ, এই ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে॥

লাখুড়িয়া ইং বাং স্কুলের নিমিত্ত এক জন প্রধান শিক্ষকের আবশ্যক॥ বেতন ২২৲॥ যাহারা প্রবেশিকা পরিক্ষোত্তীর্ণ ও শিক্ষকতা কিছু দিন করিয়াছেন, তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য॥ বাবু অম্বিকাচরণ রায়, লাখুড়িয়া, পানিঘাটা, নদীয়া, এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে॥

আসাম গোয়াল পাড়ার নিকট বড়পেটা হায়ার ক্লাস সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য॥ বেতন ৬০৲॥ এন্ট্রান্স ক্লাসে ইহার গণিত পড়াইতে হইবে॥ ৩০ শে এপ্রেলের পূর্ব্বে স্কুল সমুহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু শশী ভূষণ দত্তর নিকট আবেদন করিতে হইবে॥

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি গুস্কারা ষ্টেশনের ২ ক্রোশ পূর্ব্ব মাহাতা গ্রামস্থ ইংরাজি বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে॥ মাসিক বেতন ৪০৲॥ এবং অবস্থান জন্য স্কুলের মধ্যে পাকা দোতলা ঘর বিনা ভাড়ায় প্রাপ্ত হইবেন॥ ঐ স্থানের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর॥ যাঁহাদের প্রধান শিক্ষকের পারদর্শিতা আছে অথবা যাঁহারা বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কি অতি সামান্য নম্বরের জন্য অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদিগের আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবেক। এত দিন পর্য্যন্ত একটিং শিক্ষক দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ পদে এক জন স্থায়ী লোক নিযুক্ত করিবার মানসে পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল॥ নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সমীপে স্ব২ প্রশংসা পত্র সমেত ইংরাজি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে হইবে॥

গুস্কারা হইতে মাহাতা পোষ্টাফিষ। ১২৭৬ ২৯ শে চৈত্র। } শ্রীশ্রীনারায়ন মিত্র॥ মাহাতা ইং বং বিদ্যালয়ের সেক্রেটরি॥

জমীদারী ও মহাজনী হিসাব!

মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থি দিগের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বালক গণের সুবিধার নিমিত্ত মূল্য অত্যন্ত ন্যূন করা গিয়াছে! মূল্য ছয় আনা।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

শ্রীকালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা।

উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

অমৃত বাজার } শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার নেটিব ডাক্তার

বিজ্ঞাপন।

আমরা প্রচীন বাঙ্গলা কবি দিগের গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। বিষয়টী বহুব্যয় সাধ্য, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী। সংপ্রতি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সটিক, ও সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে মূল্য স্বাক্ষর কারীদের প্রতি ১ টাকা অন্যূন ২০০ গ্রাহক হইলেই মূদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছা গণ নিম্ন স্বাক্ষরীর নিকট লিখিয়া জানাইবেন।

যশোর { জগবন্ধু ভদ্র শ্রীরাম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যশোর স্কুল।

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটি, পটটোলা, পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বি গীতও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জ্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়ের পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ টাকায় বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কূল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান। যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান!

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক	৩	১।।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	৵

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১।।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।